দৈনিক ইনকিলাব

01 MAR 1987
তারিখ ... দৈনিক ইনকিলাব
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ১ ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

আবদুল বাকী বাদশা

ইদানীং দেশে বিশেষ করে শহর এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো কিণ্ডার গার্টেন নামক এক শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠছে। মূলতঃ ইংরেজী শিক্ষাকে মূলধন করেই এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ওশাকার একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্ররা শরীরচর্চা করছে

গড়ে উঠছে, যা সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মানসিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, এ বিদ্যালয়গুলোতে মূলতঃ ধনী লোকের এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরাই শিক্ষা লাভ করছে বা শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত অভিভাবকদের পক্ষে বিপুল টাকার ফিস দিয়ে এ সমস্ত স্কুলে সন্তানদের লেখাপড়া চালানো কোনমতেই সম্ভব হয় না। আর গরীব লোকদের যেখানে দু'বেলা অন্নই সংগ্রহ হয় না সেখানে অধিক ব্যয়ে সন্তানদের স্কুলে পাঠানো তো রীতিমত বিলাসীতার পর্যায়েই পড়ে।

একজন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত উৎপাদনক্ষম দেশের মানব সম্পদে উন্নীত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, যাতে ভবিষ্যতে তার জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সে সফলভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে। আর একজন ভবিষ্যত সফল নাগরিককে দক্ষভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রথম থেকেই প্রয়োজন তার জন্য মানসিক ও শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরী করা।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ছোট ছেলেমেয়েদের যখন সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজন ঠিক তখনই তাদের মাথায় বিজাতীয় ভাষা ও চেতনা-চিন্তার বীজ বপন করে দেয়া হচ্ছে। একদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা অন্যদিকে ব্যয়বহুল কিণ্ডার গার্টেন স্কুল এই দু'-এর মধ্যে পড়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে পড়েছেন মহা ফ্যাসাদে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ একজন ছোট ছাত্র যখন দেখে তারই প্রতিবেশী রঙিন স্কুল ড্রেসের পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার ছোট মনে এর প্রভাব পড়ে। এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে সাধারণের অভিযোগ, সেখানে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। শিক্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁকি দিয়ে থাকেন। স্কুলে আসবাবপত্র নেই। বেঞ্চ ও বসার জায়গার অব্যবস্থা। এছাড়া রয়েছে শিক্ষক সমস্যা। এরফলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থায় উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের এদিকে বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোমলমতি শিশুরাই শিক্ষা লাভ করে থাকে, সেহেতু এই ক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষকদের চেয়ে মহিলা শিক্ষিকারাই অধিক সাফল্য দেখাতে পারেন বলে আমার ধারণা। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষিকা নিয়োগই অধিক মাত্রায় হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

কিণ্ডার গার্টেনের ব্যাপক প্রসারের ফলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আজ মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল অন্যদিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে কিণ্ডার গার্টেন নামক স্কুলগুলোর দাপটই সবচেয়ে বেশী শহর এলাকাগুলোতে।

ব্যাঙের ছাতার মতো মহল্লায় মহল্লায় গজিয়ে উঠেছে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল। আবাসিক গৃহের দু'টো কামরায় দশ-বারোটি বেঞ্চ ও কিছু টেবিল-চেয়ার বসিয়েই বাড়ীর গায়ে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের নামফলক বসানো হয়। শুরু হয়ে যায় স্কুল। বেতনের কোনো সীমারেখা নেই। অভিভাবকদের কাছ থেকে রীতিমতো শুষে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ তুলে নেয়া হয়। কিন্তু ক'জন অভিভাবক এই বিপুল খরচ মিটাতে পারেন? তাছাড়া কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষা লাভের পরে অন্য স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। তাদের মনে একটা অর্থহীন উন্নাসিকতা সৃষ্টি হয়।

তবে, ইদানীং গ্রামাঞ্চলেও কিণ্ডার গার্টেনের আগ্রাসন থাবা বসিয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে এখন কিণ্ডার গার্টের স্কুল চালু হয়ে গেছে রীতিমত। সত্যিকার অর্থে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখন রীতিমত ব্যবসার পর্যায়ে চলে গেছে। একটা খালি বাসায় কয়েকটা বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল বসিয়েই কিণ্ডার গার্টেন স্কুল খোলা যায়। ইদানীং আবার প্রি-ক্যাডেট নামক স্কুলের আবির্ভাব হয়েছে। ক্যাডেট কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তির লোভ দেখিয়ে সাধারণ অভিভাবকদের বিভ্রান্ত ও প্রতারণা করেছে এ সমস্ত স্কুল। তা ছাড়া কিছুদিন যাবত এই সমস্ত কিণ্ডার গার্টেন ও প্রি-ক্যাডেট স্কুলের বিজ্ঞাপন পত্র-পত্রিকায় এতবেশী প্রচারিত হচ্ছে যে, তা রীতিমত উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞাপনগুলোতে তাদের গুণকীর্তন ও সাফল্য ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। আমার মনে হয়, এই স্কুলগুলোর সাফল্য একটু তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।

যেখানে দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর শিক্ষার সামান্যতম আলো থেকেও বঞ্চিত সেখানে দ্বি-ব্যবস্থার প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য ভবিষ্যতে আরও সমস্যা ডেকে আনবে। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মাথায় এখন থেকেই বিভেদের বীজ অঙ্কুরিত করা হচ্ছে, আর এর ভবিষ্যত পরিণতিও সুখকর হবে না।

নিশ্চয়ই এর প্রতিকার হিসেবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালগুলোর সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। কিণ্ডার গার্টের নামক স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে সমগ্র দেশে একই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই চালু করতে হবে। আর এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সজাগ হতে হবে। প্রয়োজনে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে কেমন লেখাপড়া হচ্ছে সে ব্যাপারেও তদন্ত করে দেখা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি অতিসত্বর দেয়া প্রয়োজন। কারণ, দিন দিন কিণ্ডার গার্টেন নামক এ সমস্ত স্কুল এতবেশী পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে, কয়েক বছরের মধ্যে এর সংখ্যা আরও বেশী বৃদ্ধি পেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছুতে পারে। তখন এর নিয়ন্ত্রণই কঠিন হয়ে পড়বে। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে লেখাপড়া কী হয়, কতোখানি হয় তা দেখার জন্যে কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষ নেই। তাই সত্যি এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া হচ্ছে, না শুধু অভিভাবকদের একান্ত টাকা-পয়সা গচ্চা দিতে হচ্ছে সে বিষয়টিও খতিয়ে দেখা আবশ্যক। যতোদূর মনে হয়, লেখাপড়ার চেয়ে ব্যবসা করাই কিণ্ডার গার্টেনগুলোর আসল উদ্দেশ্য।